রেখা দত্ত নির্বাচিত কবিতা

রেখা দত্ত

BANGLADARSHAN.COM

মোহনায়

ছাদের পরে কিংবা সিঁড়ির ঘরে
ওরা দু'জন নিত্য গল্প করে
অন্তে হবে হয়তো পরিণয়।
মা-বাবারা রাগতে পারেন এইটাই যা ভয়।
চড়ুই পাখির বাসার ভেতর কিচিরমিচির ডাক
শিশুরা সব খেলা করে অনর্থ হাকডাক।

কয়েক বছর পরে
আবার সিঁড়ির ঘরে
নতুন জোড়ের তীব্র কলকলানি
নদীর ছলছলানি
নতুন স্রোতের ধারা
মোহনায় যে মিশে গিয়ে হ'ল আত্মহারা।

BANGLADARSHAN.COM

আবার সিঁড়ির ঘরে
নতুন শিশু দেখছি খেলা করে।
ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে তিন পুরুষের ধারা
একের খেলা যখন হোলো সারা
দু'য়ের খেলা সুরু
তিনের খেলা দেখতে এসে বুকটা দুরুদুরু।

তিন পুরুষের খেলা চলে একটি সিঁড়ির ঘরে
কেউ হাসে, কেউ নিছক খেলা করে।
দু'কুল প্লাবী স্রোতের ধারা চলে সুমুখ পানে
চড়ুই পাখির বাসাগুলো স্রোতের ধারা টানে।
নতুন বাসা নতুন আশা—নতুন পাখি গায়;
সবার শেষে নতুন ধারা মিশবে মোহনায়।

তুমি ছিলে তাই

তুমি ছিলে তাই সাগর মেনেছে বন্ধন,
উজানে বয়েছে পাহাড়ী যুবতী যমুনা;
তুমি নেই তাই আকাশে বাতাসে ক্রন্দন–
কোন্‌খানে পাবো তোমার স্বরূপ, নমুনা?
ফিরে এসো তুমি, জানাচ্ছি অভিনন্দন,
আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে প্রাণের করুণা॥

BANGLADARSHAN.COM

ভোরবেলা

সেই কোন্ ভোরে, আমি বাবার হাত ধরে
পথে নেমেছিলাম, দীর্ঘপথ পরিক্রমার জন্য।
মনে ছিল অদম্য আগ্রহ, উৎসাহ আর উদ্দীপনা;
পাখি, ফুল, গাছ, ট্রেন–যা দেখেছি
আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচেছি।
অবাক চোখে দেখেছি পৃথিবীকে।

হঠাৎ একজন এসে বাবার হাত থেকে
আমার দায়িত্ব নিয়ে, চলল সামনের দিকে।
চোখে তার অজস্র আশার ফুলঝুরি
কল্পনার তুলিতে আমার চোখে পরাল কাজল;
আমি আরও উদ্যমে সামনে এগিয়ে চললাম।
তখনো সামনে দীর্ঘপথ, মাথার ওপরে রোদ,
পায়ের নীচে তপ্ত বালি, দূরে এক ফালি মরুদ্যান।

BANGLADARSHAN.COM

স্নেহভালোবাসা সবটুকু কেড়ে নিয়ে একে একে কারা এসে
হাত ধরল, বাকী পথটুকু নিয়ে যাবে বলে।
হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা নেমে এলো! হঠাৎ দেখি–
আমার নতুন সঙ্গীরা যে যার মনের মতন
মানুষের হাত ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছে;
ঈপ্সিত পথে আমার পৌঁছনো হল না!
আমি তবু বাবার মতন বুকে ব্যথা নিয়ে,
ছলছল চোখের ওদের আশীর্বাদ করলাম–
ওরা যেন ঈপ্সিত পথে পৌঁছে যায় ভোরবেলা॥

ব্যথার ভরা নদী

মনের মধ্যে অনেক ব্যথা মনকে কুরে খায়
সব কথা কি সবার কাছে ব্যক্ত করা যায়?
চতুর্দিকে ব্যথার পাহাড় বাড়ছে নিরবধি–
যেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন ব্যথার নদী।
চলছে নদী সাগর পানে, মিশবে মোহনায়
জানিনে সে আর-কতদূর, কোন্ সে ঠিকানায়?

BANGLADARSHAN.COM

চরম দুঃখের দিনে

চরম দুঃখের দিনে বেশী করে মনে পড়ে তোমাকে আমার,
দুঃখ চিরস্থায়ী হোক। মনের গহণে
তোমার স্বচ্ছন্দ অধিবাস
সুনিশ্চিত হোক। তুমি মিলে মিশে থাকো
আমার দুঃখের সংগে, ঈশ্বরের মতো।

সংসারে দুঃখীর সংখ্যা সর্বাধিক। সংসারে সবাই
দুঃখকে গোপন কোরে হাসি খুশী থাকে।
তোমাকে আড়াল কোরে রেখে দেয় বুকের ভিতরে।
অথচ সবাই মেশে দুঃখের সাগরে–
আমি বুঝতে পারি বলে প্রত্যেকের পাশাপাশি হাঁটি।

দুঃখই ঈশ্বর! জানি। আর তুমি ঈশ্বর বলেই
দুঃখ আমি ভালোবাসি। দুঃখ ভালোবেসে
সর্বাধিক দুঃখী মানুষের সংগ পাই।
অথচ যে-যার দুঃখ গোপনে আড়াল কোরে কোরে
তোমাকে আড়ালে রাখে অপর সংগীর দৃষ্টি থেকে।

যার দুঃখ যতো বেশী বড়, তুমি তার কাছে ততো বড়। তুমি
বেশী বড় হয়ে দেখা দিলেই, আমার
দুঃখের প্রাচুর্য আমি বুঝে নিতে পারি। আমি সংগী মানুষের
বিরাট বাহিনী দেখে বলে উঠতে পারি–
তুমি আছো বলেই তো অগণিত মানুষের দলে আমি জনৈকা সৈনিক॥

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তি

তোমার সান্নিধ্য ছাড়া আমি অনাদৃত।
সারারাত জেগে, ভাঙি যন্ত্রণার স্মৃতির পাহাড়–
চড়াই উৎরাই হয়ে পার
চলে যাই, একা তুমি যেখানে রয়েছো নির্বাসিত।
তোমার মুক্তির মন্ত্রে আমার সবই যে যায় ভেসে।
চার দেয়ালের বাধা করে অতিক্রম
মুক্তিকেই খুঁজি, পথ হোক না দুর্গম–
রাতের আঁধার শেষে পৌঁছবো সে দেশে॥

BANGLADARSHAN.COM

বাবার চোখের মতো

মামনি, কেন যে তুই এতোটা উদ্ধত! নত হোতে শেখ দেখি!
অবিশ্যি, কয়েকটি ক্ষেত্রে উদ্ধত থাকাই সমীচিন।
তা বলে সবার কাছে নয়।
যেমন ধনীর কাছে অথবা পশুর কাছে মাথা নত না করা বিধেয়।
ধনীকে, পশুকে দেখলে ঘৃণায় এবং করুণায়
তক্ষুনি এড়িয়ে যাবি, সর্বদা উদ্ধত থাকবি, কেমন? তা বলে
সর্বত্র উদ্ধত থাকা জীবনের পক্ষে ভালো নয়।
অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে মাথা নত করা মহত্তর।
যেমন–দেবতা, গুরু এবং মা-বাবা–
সর্বদা এদের কাছে মাথা নত করে থাকতে হয়।

বাবা যতো বলতো, আমি ধৈর্য ধরে শুনতাম। অথচ
ধনী ও পশুর কাছে মাথা নত না করা ছাড়া কি
বাবার একটিও কথা রেখেছি? অর্থাৎ
কখনো দেবতা, গুরু, মা-বাবা–এসব ক্ষেত্রে আমি
একদিনও করেছি মাথা নত? নেই আমার দেবতা,
নিজেই নিজের গুরু, মা-বাবা তো বুকের ভিতরে।
যা নেই, যা নিজে তার কাছে মাথা নত করা যায়?
অথচ বলেনি বাবা, তেম্নি একজনের কাছে মাথা নত করে আছি আমি–
বাবার চোখের মতো চোখ দিয়ে যে পুরুষ আমাকে দেখছেন।
মামনি, প্রেমের কাছে মাথা নত করবি–বলতে বাবা তবে ভুলে গিয়েছিলো?

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য-প্রত্যাশায়

কিশোরী, তরুণী আর যুবতীকে তুমি
একই কথা বলেছিলে–অন্ধকার রাতে
কৃতদাসী হয়ে কাঁদো একাকী, নীরবে।
তারপর সূর্যালোকে কঠিন কঠোর দৃঢ় হাতে
বদলা নেবে! স্বপ্ন দেখবে দিনের আলোয়–
সকালে রক্তিম সূর্য স্বপ্নময়, দুপুরে প্রখর,
সন্ধ্যায় আবার ডুবে যাওয়া সেই দুঃখের সাগরে,
রাতের যন্ত্রণা নিয়ে কেঁদে ওঠো পুনরায় সূর্য-প্রত্যাশায়॥

BANGLADARSHAN.COM

ভস্মে ঘি ঢালা

সব ঘরেই জ্বালাছো আগুন
কোন ঘরে আজ রাখবো পা?
বাইরে যেতে চাইলেও যে
চোখ রাঙিয়ে বলছো–না।

শোবার, বসার, খাবার ঘরে
নেই অধিকার! ছাদের পরে
সাধ্য কি যাই স্থানান্তরে?
চাবুক দিয়ে মারছো ঘা।

তোল্ না বাঁ-পা, ডান পা-ও তোল্
দুই পা তুলে, নে, শূন্যে ঝোল্;
নিজের ইচ্ছা সবটাই ভোল–
ওই জ্বলন্ত আগুনে ঢোক না।

BANGLADARSHAN.COM

এমনতর আদেশ হবে–
জানলে আগে, হায় রে কবে
বাঁধন ছেঁড়ার মহোৎসবে
দিব্বি ঢাকা দিতুম গা।

হায় রে, জীবননদী পাড়ে
ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে
অর্থবিহীন হাহাকারে
কেবল ভস্মে ঘি ঢালা॥

নারী

নারী কি শুধুই নারী? মায়া?
মমতায় নিরীহ হরিণী–
পুরুষেরই অনুগতা ছায়া;
ব্যাভিচারে সে হিংস্র সর্পিণী!

নিপীড়িতা নারী ঘূর্ণিঝড়!
প্রতিহিংসা জ্বেলে চতুর্দিকে
ধ্বংস করে পুরুষেরই ঘর;
চেনে তারা তখনই নারীকে॥

BANGLADARSHAN.COM

নিঃসঙ্গ মানুষ

প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখি—কারা ভালোবাসাকে আমার
ক্রুশবিদ্ধ করে রেখে গেছে। যন্ত্রণায়
নেই হাহাকার।
আছে শুধু ক্ষমা মাথা নীরব চোখের ভাষা, আর
শরীর জড়ানো ক্ষমা-সুন্দর স্বরূপ, চমৎকার।

তখনই বসেছি আমি পদপ্রান্তে তাঁর।
আমার সমস্ত দেহ ধুয়ে গেছে শোণিত-ধারায়
ঢেউএ ঢেউএ। পুলকিত হয়ে বারংবার
ভালোবাসা মাখা সেই চোখের সান্নিধ্য-অভিসার।

কোন্ শিশুকাল থেকে আমাকে টেনেছে একজন,
যাকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি তাঁর আমন্ত্রণ।
যন্ত্রণা-সমুদ্রে সন্তরণ—
সহস্র সহস্র ঢেউ প্রলেপ লাগাতে আজীবন!

ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা; তবু কী যে অভিমানে
ওরা ক্রুশবিদ্ধ করে দিল, তা কে জানে?
স্বার্থান্বেষী মানুষেরদল ছোটে স্বার্থের সন্ধানে।
প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখি আমি—রক্তস্নানে
পরিশুদ্ধ যেন এক নিঃসঙ্গ মানুষ স্থির আছে এইখানে॥

BANGLADARSHAN.COM

কাকাতুয়া-মন

উন্মাদিনী মেয়েটাকে তুমি নাকি সুস্থ করতে পারো–
আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলেছিলে বন্ধুকে তোমার।
প্রতিবাদ করে আমি বলেছি তোমাকে–
কিছুই পারো না তুমি, আমি সব জানি।

কেননা, গভীর রাতে কাকাতুয়া-মন একা একা
বুকের গভীরে কেঁদে মরে!
মাথা কোটে পাগলের মতো–
বুকের পাঁজর ভেঙে বাইরে আসতে চায়,
তাকে কি পেরেছো তুমি সুস্থ কোরে, মুক্তি এনে দিতে?

BANGLADARSHAN.COM

এ-বড় বিস্ময়

এ-সংসার স্বার্থ-কুয়াশায়
অতি ধীরে ঢাকা পড়ে যায়।
যে-জননী-জঠরে একদিন
তিল তিল কোরে
সংশয় বিহীন
আদরের শিশুটিকে রেখেছিলো ধরে–
অঙ্কুরিত সেই শিশু ক্রমান্বয়ে মহীরুহ হয়;
জন্মদাত্রী ভেসে যায়–এ বড় বিস্ময়!

কিছু লোক আসে, আর কিছু চলে যায়–
খেলা ঘর ভরে ওঠে অসংখ্য খেলনায়;
খেলা কোরে, খেলা কোরে ক্লান্ত হয়ে শেষে
জননী কখন যায় ভেসে।
আদরের শিশুটিকে ফেলে যেতে হয়
জনারণ্যে–এ বড় বিস্ময়!

BANGLADARSHAN.COM

বুকের ভিতরে তার প্রজ্বলিত চিতা–
যতোই সে হোক অনাদৃতা,
জননী-হৃদয়
মমতায় ভরা থাকে–এ বড় বিস্ময়!

মুকুট বিহীন মহারাজ

খাঁচার অচীন পাখী অনন্ত আকাশে উড়ে গেলে
আত্মীয় বান্ধব প্রিয় পরিজন ফেলে,
অথচ খাঁচায় ছিলে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত–
স্তাবকের দল পরিবৃত।

সব কিছু ফেলে আজ সংগে নিলে কী? কী?
খাঁচার আঁধার থেকে প্রত্যুষের আলো ঝিকিমিকি
তোমার দু' চোখে বুঝি আজ–
মুকুট বিহীন মহারাজ?

BANGLADARSHAN.COM

এ-মহাভারত

পাহাড়, পর্বত, নদী, মরুভূমি, বন
সমুদ্র, ব-দ্বীপ, দ্বীপ, হ্রদ–
এই সব নিয়েই তো উপমহাদেশ,
এ-মহাভারত!

যাবতীয় শস্য, রত্ন মাটিতে খনিতে;
বিপুল জনতা, মনোবল–
কী নেই তা হোলে?
মহান ঐতিহ্যধারা বেয়ে
আর্যভট্ট, ভাবা, সভ্যতার
অনাদি প্রত্যুষে যাত্রা কোরে
শকুন্তলা-দুষ্মন্ত-প্রণয়ে
ভরত হেলায়
সিংহের সমস্ত দাঁত গুণে গুণে গুণে
ধ্যানস্থ এখন।

পাহাড়, পর্বত, নদী, মরুভূমি, বন,
সমুদ্র, ব-দ্বীপ, দ্বীপ, হ্রদ–
এই সব নিয়েই তো উপমহাদেশ
এ-মহাভারত॥

BANGLADARSHAN.COM

অনন্য

কাছে গেলে অচিন্ ভেবে মুখ ফিরিয়ে থাকো,
দূরে গেলেই আবার কাছে ডাকো।
কাছে এলে দেখি তুমি আছো নিজের মাঝে;
উদাসী ওই মনের কথা আজও বুঝি না যে।

বেরিয়ে পড়ি দূরের নেশায়, কে জানে কোনখানে!
ঘুরে ফিরে আসি আবার ভালোবাসার টানে।
পাগল-হাওয়ার মতো কেবল উথাল-পাথাল ঘুরি,
কাছে টানার মন্ত্রে তোমার নেইকো যে আর জুড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনা

সারা পৃথিবীতে আজ এ কোন তাণ্ডব? অবাঞ্ছিত
হিংসায় উন্মত্ত যারা, ফিরে তারা চায় না পেছনে।
মৃতের কবর ঘিরে গুল্মলতা পাতা অসংবৃত!
কার স্মৃতি ধরে রাখে? ভবিষ্যৎ কোন্ প্রয়োজনে?

মৃতের স্তুপের পরে বসে আছে শকুন-শেয়াল।
যতোই রক্তের নদী বন্যা আনে মানুষের ঘরে,
সে-নদী ডিঙিয়ে হেঁটে চলে যায় মানব-জাঙাল–
রাজা মন্ত্রী দুঃখে সমবেদনায় কেঁদে কেঁদে মরে।

হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে পৃথিবীটা;
সে-দিকে তাকিয়ে কারো কারো চোখে অগ্নিশিখা দেখি–
গিয়েছে গঙ্গার জল শুকিয়ে, কারুর দুঃখ নেই এক ছিটা।
মানুষের মৃত্যু হোলে কারও কোনো সমস্যা মেটে কি?

মৃতের কবর ঘিরে অসংবৃত গুল্ম লতা পাতা–
তুমি আমি। এ-ভাবনার মূল্য নেই, নেই আগা-মাথা॥

BANGLADARSHAN.COM

একলা হেঁটে চলি

খোলা আকাশ রোদ ঝলমল ছাদ–
এই জীবনে হয়েছে বরবাদ।
মাঠের মধ্যে মাটির ছোট্ট গোটা কয়েক বাড়ি–
আম-জাম আর নারিকেলের সারি।
এক বাড়িতে লাউকুমড়ো, আন্ বাড়িতে পেঁপে
দেওয়া নেওয়া নিত্য খেপে-খেপে।

মনের কথা, গল্প গাঁথা নিয়ে
একটা বাড়ি আন-বাড়িতে ভাবজমাতো গিয়ে
সবার কথা সবাই শুনে শুনে
দিনগুলি সব কাটতো গুণে গুণে!
সে-সব এখন স্বপ্নলোকে, সভ্যযুগের বলি–
আপন মনে বন্দী সবাই, একলা হেঁটে চলি॥

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসার বিপ্লব

সে আমাকে খুঁজে নেয় লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে
আমার বঙ্কিম পথ যে দিকে যতোই যাক বেঁকে–
পালাতে পারি না আমি। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত
অন্তরে; সে কোনো দিন এ-সত্বার সঙ্গ ছাড়েনি তো?

আমৃত্যু এই যে সঙ্গ–একেই কি বলে ভালোবাসা?
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে করে সে আমার মধ্যে যাওয়া-আসা।
ছোট্ট এই পৃথিবীকে পারি কি পালিয়ে যেতে আমি।
নিজেকে বিপন্ন কোরে নিত্য সে আমারই অনুগামী।

তার কাছ থেকে আর পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই–
শুধু ভালোবাসা দিয়ে নিয়ত সে বাঁধে আমাকেই,
এ সত্বার গুণাবলী প্রত্যহ সে নানা রঙে আঁকে
যাবতীয় দোষ-ত্রুটি আত্মমহিমায় সে-ই ঢাকে।

অনিত্য সংসারে নিত্য বেঁচে থাকা তখনই সম্ভব–
যখনই অন্তরে কেউ আনে ভালোবাসার বিপ্লব॥

BANGLADARSHAN.COM

সময়

আমাকে সর্বদা ডাকে, কে বা কারা; যেই
সাড়া দিতে ফিরি, দেখি–কাছে কেউ নেই।
বুকের ভিতরে শুধু তীব্র হাহাকার–
যারা ছিলো পাশে, তারা কেউ নেই আর।

যে রয়েছে কাছে সে-ও নীরবে তাকায়;
যারা দূরে, আলেয়ার মত আসে যায়।
হাত বাড়ালেও ছুঁতে পারি না তাদের–
এ-কেমন পরিহাস! কপালের ফের।

এই খেলা কতোকাল চলবে? মৃত্যুতক্?
সময়ের হাতে আমি শুধু ক্রীড়নক।
কে যে যন্ত্র, কে যে যন্ত্রী, কিছুই বুঝিনে,
সময় নিয়েছে কবে আমাকেও কিনে॥

BANGLADARSHAN.COM

দায়বদ্ধতা

ক্রমশ সবাই চলে যায়
আমিও তো যাবো একদিন।
কারো মুখে কখনো মানায়–
রাখবো না পৃথিবীর ঋণ?
এই সব মিথ্যে প্রমাণিত।
যাবার সময় কোনো দিন
কেউ বলে যেতে পারে নি তো–
কারো কাছে নেই কোনো ঋণ!

মানুষের ভালোবাসা, আর
প্রত্যহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান,
নিয়তই ভরায় সংসার;
আমরণ দিয়ে মন-প্রাণ
দেখা যায়–ঢের দিতে বাকী
তথাপি নিজেকে দিই ফাঁকী?

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে

বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে বাড়ির বাগানে বসে একা!
কদম গাছের ফাঁকে চাঁদ দিলো দ্যাখা;
এই রাতে নিঃসঙ্গ এককী
গাছের তলায় বসে থাকি।

অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে
খুঁজে পাই জ্যোৎস্না রাতে। সংসার ছাড়িয়ে
উড়ে যাই দিগন্তের পাড়ে, বহু দূরে,
নতুন সূর্যের খোঁজে, উজ্জ্বল রোদ্দুরে।

ফিরে দেখি–টবগুলো ছাদের ওপরে
সাজানো রয়েছে থরে থরে–
আমারই অতীত পুত্তলিকা
জ্যোৎস্না রাতে কারা যেন টানে যবনিকা॥

BANGLADARSHAN.COM

বৃত্তাকার

বার বার মানব জীবনে
উত্থান পতন।
যবনিকা পুনরুন্মোচন
নতুন অংকের প্রয়োজনে।

কান্না, হাসি আর ভালোবাসা–
আশা ও নিরাশা
জীবনের রঙ্গ মঞ্চে আসে ঘুরে ফিরে
সার্চলাইট দৃশ্যের তিমিরে।

চেনা ও অচেনা হয়ে যায়।
অচেনা মুখের ভীড়ে কিছু মুখ নিজেকে চেনায়
এবং তখন
তালে লয়ে সুরে একাকার
জীবন রঙ্গের মঞ্চে আবার সাক্ষাৎ হয় তোমার আমার॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের গান

গতকাল সন্ধ্যেবেলা এই ঘরে বেজে ছিলো গীটার, দোতারা,
চলে গেছে আজ অন্য ঘরে।
নীরব এখন এই ঘর!
দুটি প্রাণী, তুমি আর আমি–
দুদিকে দুখানা বই নিয়ে
নিমগ্ন বাসর!

আবার আসবে ফিরে ওরা,
জ্বালবে দীপাবলী,
গাবে গান নতুন দম্পতি।
সাজাবে বাসর!
তুমি আর আমি
সেই গানে ফিরে পাবো জীবনের গতি।

BANGLADARSHAN.COM

রক্তিম সূর্যের প্রত্যাশায়

সাতের দশকে ওরা পৃথিবীর মুক্তির দশকে
পরিণত কোরে যেত চেয়েছিলো। তাই
পূজার ফুলের মতো ওরা
আত্মোৎসর্গ কোরেছিলো অদম্য আগ্রহে।

ওদের আগ্রহে আজো চোখে জল আসে।
বদলা নিতে এ প্রৌঢ়ত্বে ছুটে চলে মন;
রক্তেরাঙা অন্ধকার সেই বধ্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে
বলতে ইচ্ছে হয় আজো–বিপ্লব মরে না।

ব্যর্থতার সে-বধ্যভূমিতে অঙ্কুরিত
কয়েকটি গোলাপ গাছ কুঁড়ি-ফুল নিয়ে হেসে ওঠে।
ফুলে ফুলে হাসে কৃষ্ণ চূড়া
সে-বধ্যভূমিতে লাল সেলাম জানায়।

BANGLADARSHAN.COM

সাতের দশককে ওরা কোরে গেছে মুক্তির দশক।
বিপ্লবের জন্ম অঙ্কুরিত হোয়ে গেছে
সে-বধ্যভূমিতে। আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছি
রক্তিম সূর্যের প্রত্যাশায়।

সে

সে আসবে জানতাম আমি, জানতাম আসবেই একদিন
তাইতো পেছন দিকে পেছুতে পেছুতে
শেষ দেয়ালের বুকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম
হাজার দুঃখের রাত শেষ হলে পরে, সর্তহীন
সে এসে দরজায় নাড়ল কড়া। সিদ্ধকাম
আমি তাই যেতে চাই নিশ্চিন্তে ঘুমতে।

ঘুম কি সহজে আসে? সে এসেছে ঘরে
দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার শেষে–
আমার মনের মতো সে কী? তাকে তাই
আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণের পরে
সন্দেহে, বিশ্বাসে আর দ্বন্দ্বে ভালোবেসে
প্রতীক্ষার সার্থকতা কতোটুকু দেখে নিতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

চামড়ার পোষাক

মানুষেরা মানুষের সংগে থেকে শান্তি চায়, চায় ভালোবাসা–
অমৃতের পুত্ররূপে প্রত্যেকে চিহ্নিত হোতে চায়।
অথচ সংসারে কিছু লোক
মানুষের চামড়ার পোষাকে
আপাদমস্তক দিব্যি ঢেকে নিয়ে মানুষকে প্রতারণা করে যায়। ওরা
স্বভাবে লম্পট, চোর। আহা,
চামড়ার পোষাক খুলে স্ব-স্বরূপে ওরা যদি করতো চলা ফেরা?

অন্যদিকে আমাদের মতো কিছু ভীরু
কাগজ কলম নিয়ে চক্ষু বুজে থাকে বলে, ওরা মানুষের
চামড়ার পোষাক মুড়ি দিয়ে
মানুষেরই রক্ত চুষে খায়।
কখনো চায় না শান্তি, ভালোবাসা। ওরা
শান্তি বলতে বোঝে মৃত্যু, ভালোবাসা বলতে বোঝে কামুকতা! আহা,
চামড়ার পোষাক খুলে স্ব-স্বরূপে ওরা যদি করতো চলাফেরা॥

BANGLADARSHAN.COM

কতো কথকতা

(কবি কিরণশঙ্করের সহধর্মিণী বীণা সেনগুপ্তার স্মৃতিতে)

প্রিয়জন চলে গেলে, পড়ে থাকে স্মৃতির পাহাড়–
যন্ত্রণার সমাহার, তীব্র হাহাকার।
পাশেই যে ছিলো কাল, আজ সে কোথায় বিপরীতে;
ঠিকানা অজানা তাঁর, অন্য পৃথিবীতে।

যে যায় সে রেখে যায় প্রেমের শুভ্রতা–
অসমাপ্ত নানা গান, কতো কথকতা!
স্মৃতির পাহাড় ছুঁয়ে ইতস্তত অবশিষ্ট মন
বিদায়ী হৃদয়টিকে করে অন্বেষণ।

জীবন পারে না যেতে তার কাছে পেরিয়ে মরণ,
আলমারী বিছানা আলনা বাসন-কোসন,
প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কিছু থেকে যায়–
সংসারের চিরন্তন স্নেহে-মমতায়।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর সকাশে

স্বপ্ন ভেঙে গেলে, পড়ে থাকে কিছু ফুল, ছেঁড়া মালা–
ছড়ানো ছিঁটোনো মন, অর্দ্ধদগ্ধ মানুষের মুখ
বিক্ষত বিধ্বস্ত সব মান্ধাতার আমলের ছবি
একে একে আসে যায়, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর সবই।

বুকের ভিতরে কান্না, গুমরে মরে, ঘর ভেঙে গেলে
শ্বাস রোধ করে অন্ধকার, একা ঘরে
বলতে ইচ্ছে করে–তুমি কোথায় রয়েছ, সাড়া দাও, বলে দাও
যন্ত্রণা-সাগরে পার হওয়ার প্রণালী।

চতুর্দিকে অগণিত ঢেউয়ের বাহার করে পথ অবরোধ।
কখনো মাথাটা নীচু কিংবা লাফ দিয়ে
দুর্জয় ঢেউয়ের সাথে যুঝে চলি, আমি ভাসমান;
পিছে যারা পড়ে আছে, সামনে এসে দাঁড়াবে তারা কি?

কেটে যাবে অভিশপ্ত দিন রাত আর
আমরা সবাই মিলে আলোর সকাশে ফিরে যাবো পুনরায়,
বুকে জমা কান্নাগুলো আলোর সকালে
মিশে যাবে আত্মদর্শনের সমন্বয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

হাটের মধ্যে

বিরাট হাটের মধ্যে চেঁচায় অবুঝ এক ছেলে।
সে হারিয়ে গেছে। তার সংগী সাথী তাকে গেছে ফেলে
এই হাটে। কেঁদে চলে খোকা;
বোঝে না, হাটের মধ্যে তারা আর নেই, কাঁদে বোকা।

এই হাটে ওকে যারা নিয়ে এসেছিলো–
খেলনা পুতুল কিনে দিলো।
অথচ হঠাৎ ওকে একা ফেলে রেখে
তারা চলে গেলো, খোকা হাটের মধ্যেই গেল থেকে।

এই হাটে একদিন বড় হবে খোকা–
কতো বেচাকেনা, কতো ধোকা;
তারপর সে যাদের আনবে হাটে ডেকে,
তাদেরও সে এমনি করে যাবে ফেলে রেখে॥

BANGLADARSHAN.COM

শৈশব পেরিয়ে এসে

এই পৃথিবীতে এসে একটি সত্যকে খুঁজে পেয়েছি কেবল
শিশুর ভিতরে
ওদের-হাসিতে আজো রয়েছে লুকোনো
পবিত্রতা আর সরলতা
আমি যা দুহাতে তুলে বুকের ভিতরে
সযত্নে লালন কোরে ও-দুয়ের কাছে
নতজানু হয়ে থাকতে চেয়েছি কেবল
তাই আমি শিশুকাল থেকে
শিশু হয়ে থাকার নেশায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে দীর্ঘ ছায়ার মতন
চেয়েছি আকাশ ছুঁয়ে দিগন্তে মেলাতে
অথচ এখন দেখি দিনরাত্র শিশুর আদলে
বেড়ে উঠে উঠে
সমাজ সংসার আর দেশকাল জোড়া
আমি এক বৃদ্ধ বটবৃক্ষ হয়ে গেছি
শৈশব পেরিয়ে এসে আর ফেরা যায় না শৈশবে।

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যে শূন্যঘর

স্কুল-ফেরৎ ছোট্ট শিশু রোজ
ঘরে এসে মা-কে খুঁজতো তীব্র পিপাসায়!
এ-ঘরে ও-ঘরে, কোনো খোঁজ
না পেলে সবার কাছে প্রশ্ন করতো—মা গেছে কোথায়?

কিশোর ছেলেটি রোজ কলেজ ফেরৎ
শিশুটির মতো খুঁজতো মাকে
এ-ঘরে ও-ঘরে পূর্ববৎ;
মা খেলতেন লুকোচুরি সন্তান-সোহাগে!

যুবক ছেলেটি আজ ঘরে-বাইরে মাকে খুঁজে মরে—
মা খোঁজেন ছেলেটিকে বুকের ভেতরে;
দুর্বিসহ যন্ত্রণার ঝড়,
দুদিকে দুয়ের কান্না, মধ্যে শূন্যঘর॥

BANGLADARSHAN.COM

ছেড়ে যাওয়ার আগে

তুই আমি আর আমি এবং তুই–
স্মৃতি সত্তা দুই!
চিন্তা ভাবনা আর উত্থান পতন
স্নেহ ভালোবাসার অরূপ রতন।

সব নিয়েছিস, অন্তে দিয়ে ব্যথা;
তোর হৃদয়ে বেনারসী জড়ানো এক বধূ!
আমার দেহে কাঞ্জিভরম; তুই দেখছিস ন্যাতা!
ন্যাতার নীচে, ব্যথার নীচে, পাসনি কি তুই মধু?

তোর সামনে স্বপ্নে ঘেরা ঘর;
আমার চোখে ঝড়!
তুই দেখছিস স্বর্ণ সীতা! স্বর্ণ কার্ত্তিকেয়,
আমার চোখের দৃষ্টি এখন তোর দুচোখে হেয়?

BANGLADARSHAN.COM

ছেড়ে যাওয়ার আগে দেখিস ভেবে–
স্বপ্ন সংগে নেবে?
চোখের সামনে ওই যে সুখের ছবি–
সন্ধ্যেবেলা না-ঘর কা, না-ঘাট কা; কোথায় রবি।

অভিযান

সমস্ত সময় যদি আমাকে আবৃত কোরে রাখো
চোখে চোখ রেখে সংগে চলো–
তাহলে কী করে দেখি আকাশ বা তার
বহুবর্ণ মেঘ?
তাহলে কী করে দেখি পৃথিবীর মাটি
এবং মাটির বাঁকা পথ?

সমস্ত সময় যদি আমার ভিতরে বসে থাকো
বিরতি না দিয়ে কথা বলো
তাহলে কী করে দেখি অভিন্ন তোমার
নিজস্ব আবেগ?
তাহলে কী করে দেখি আমার সত্তাটি
এবং সত্তার ভবিষ্যৎ?

BANGLADARSHAN.COM

গভীরতম দেশে

মনের গভীরে এক উদগ্রবিন্যাসে
সব সত্তা পরাজিত। স্নিগ্ধনীল নিস্পাপ আধারে
পরস্পর বিরোধের লোহার কপাট নেমে আসে–
স্নেহবীজ মন্ত্রপূত, জমে থাকে মনের গভীরে, পারাপারে।

প্রণয়ের স্নিগ্ধতায় ঘেরা আঙিনায়
নীল পাহাড়ের রাজপুত্রের বিলাস;
আপন অস্তিত্ব রাখে অতি-সূক্ষ্মতায়
দেহের গভীরতম দেশে, তার সম্ভাব্য বিকাশ।

তারপর খেলা শেষ হলে
অতি দূর দেশে
সৃষ্টির রহস্যঘেরা নীল শতদলে
স্মৃতি সত্তা এক হয়ে থেকে যায় শেষে।

চলে যায় খেলা শেষ হলে, চলে যায়,
রেখে যায় শুধু এক বিষাদের ছায়া–
আপন অস্তিত্ব আর সুনিপুণ কৌশলে, কলায়
প্রণয়ের শেষ রেশ–যার নাম মায়া॥

BANGLADARSHAN.COM

আদিকবি

বুকের ভেতর রক্ত পলাশ একটি শুধু নাম–
ভালোবাসা যন্ত্রনা যার, কে দেবে তার দাম?
রত্নাকরের আদ্যোপান্তে রত্ন-আকর নেই
অনন্তকাল ঢাকা ছিলেন শুধু বল্মিকেই।

দিনরাত্তির মরামন্ত্রে রামকে খুঁজে পাওয়া
কেষ্ট মেলে কষ্ট কোরে গানটি হলে গাওয়া।
যে যার স্বার্থে সংসারে সব বাঁধুক না গাঠছড়া
সবার পাপের বোঝা নিয়ে জপছে মন্ত্র–মরা।

এক দিন সে পাপ পুণ্যের উর্ধ্বে যাবে চলে
অবিচারে আজকে যাকে সবাই গেছে দলে,
সত্যিকারের রামের চরিত আজ যদি সে লেখে
সেই লেখাকে কোন্ মন্ত্রে রাখবি তোরা ঢেকে?

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসা

হায় নিষ্ঠুর ভালোবাসা
তোকে নিয়েই জ্বালা!
রাত্তির দিন বন্ধ ঘরে
লাগিয়ে রাখি তালা!

কল্পলোকের কল্পতরু
তুই যে আমার রাজা;
মন ছেড়ে তাই পালিয়ে গিয়ে
দিতে চাইছিস সাজা?

দরজা তবে খুলে দিচ্ছি,
যেথায় খুশী যা না!
একটু আমি হাল্কা হয়ে
ছড়িয়ে দিই ডানা!

হায় নিষ্ঠুর ভালোবাসা
যাবার আগে বল–
যে তোকে চায়, জীবনে তার
কান্নাই সম্বল?

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষা

যন্ত্রণা সাগরে আমি বারবার হাবুডুবু খাই,
আশ্রয়ের প্রত্যাশায় দুহাত বাড়াই।
প্রতিবার ধরি কিছু কাঁটা ঝোপ ঝাড়
দুহাত রক্তাক্ত হয়–চোখে অন্ধকার।

আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে পেছনে ছুটে মরা–
জীবনের দীপ ভেবে জোনাকি পোকার ঝাঁক ধরা।
ক্ষণিকের আলো শেষে দুর্ভেদ্য আঁধার;
ডুবে যাই, ভেসে উঠি, বাঁচতে তবু চাই বারংবার।

জানি এই অন্ধকার রাতে
আমি, আমরা বেঁচে উঠবো উজ্জ্বল সূর্যের সন্নিপাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

নেতাজী

অষ্টাশি কোটির মধ্যে তুমিও একজন।
একমাত্র তুমি এই ভারতবর্ষের প্রাণ। তুমি
অষ্টাশি কোটির মধ্যমণি।

শুধু অন্ধ, কাণা
তোমাকে পায়নি খুঁজে। অথচ সহজে
আমার বুকের মধ্যে, অষ্টাশি কোটির রক্তস্রোতে
আগুন জ্বালিয়ে তুমি দিয়েছো সেদিন
আসমুদ্রহিমাচল জোড়া অন্ধকারে।

অন্ধকার ঠেলে ঠেলে ইতস্তত অস্পষ্ট আলোকে
যে কোনো লোকের দিকে তাকালেই দেখি–
তুমি স্পষ্টতর, তুমি একাই অষ্টাশি কোটি যন্ত্রণা কাতর
মানুষের অভিব্যক্তি, বাঁচার সংগ্রাম।
আজ তুমি জীবিত কি মৃত–
এ-প্রশ্ন যাদের কাছে বড়,
তোমাকে পায়নি তারা খুঁজে,
আসমুদ্রহিমাচল জোড়া অন্ধকারে॥

BANGLADARSHAN.COM

বৃক্ষইব স্তব্ধ

মাটির উপরে বৃক্ষ, বৃক্ষের উপরে এক নারী।
এক রাতে ঝোড়ো-হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে যার শাড়ী,
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে মন,
এবং প্রখর দিনে রৌদ্রদগ্ধ উদ্ভিন্ন যৌবন।

বিবসনা নারী আজ স্তব্ধ, মৃত প্রায়;
তবু বেঁচে আছে শুধু বাঁচার নেশায়।
নিষ্ঠুর নির্লজ্জ এই সমাজের বুকে
আত্মীক উন্মুখে
কায়ক্লেশে শুধু একটু বাঁচা।
নীতিবাগীশের নীতি অধ্যুষিত খাঁচা
তাকে অবরুদ্ধ করতে আসে–
বৃক্ষের মতন স্তব্ধ নারী মৃদু হাসে॥

BANGLADARSHAN.COM

নির্যাতিতার আর্তনাদ

অন্ধকারে, এমন বন্ধ ঘরে
একলা আমায় রাখলে কেন ধরে!
সব কিছুই কেড়েছো দুই হাতে
আপন মানুষ একজনও নেই সাথে।

আশৈশবের সাজানো সেই ঘরে
সোনার মানুষ আজো খেলা করে।
সব কিছুই ছড়িয়ে দিয়ে করলে মজা শুধু,
সামনে আমার মরুভূমি, ধূ ধূ!

এই খানেই শেষের দিনটা গোনা
পরশ পাথর হারিয়ে গেছে, আর কি হবে সোনা।
তোমরা অকস্মাৎ
পুড়িয়ে দিলে আমার দুটি হাত!

এবার দেবে গায়ে আগুন, পুড়বো আমি একা;
ভালোবাসার মানুষগুলোর দেখা
আর পাবো না? তারা আমার প্রিয়
নিভিয়ে দেবে সমাজঘেরা আগুন–দেখে নিও।

BANGLADARSHAN.COM

ভুবনডাঙার মাঠ ছেড়ে

সে দিন এসেছি ফিরে ভুবনডাঙার মাঠ ছেড়ে
এখানে শহরে ঘরে, বুকের ভিতরে বেজে চলে
সেই বাউলের গান–বলেছিলো যে বিদায়কালে–
আবার এখানে ফিরে এসো একদিন সন্ধ্যেবেলা।

বুকের ভিতরে সূক্ষ্ম গভীর তন্ত্রীতে পড়ে টান–
দিনরাত একা ঘরে স্মৃতির সরণী বেয়ে বাউলের গান
অলৌকিক সম্মোহিনী শক্তি নিয়ে বলে–
ভুবনডাঙার মাঠে ফিরে এসো তুমি একবার!

ভুবনডাঙার মাঠে পড়ন্ত বেলায় ফিরে যাবো;
সেখানে আগের মতো পরিচিত বাউলের সুর বাজবে কি?

BANGLADARSHAN.COM

পূর্ব্বাশায় সূর্য দিলে দেখা

শেষ হয়ে গেছে সব–এমন ভাবনায়
কখনো ডুবিনি আজ-অবধি।
পূজা শেষে বিসর্জন, তবু থেকে যায়–
অখণ্ড আনন্দ ঝর্না নদী।

কিছুই যায় না শেষ হয়ে–
ছিঁটে ফোঁটা অবশিষ্ট থাকে,
যার রেশ জীবনবলয়ে,
খেলা করে অবসরে, ফাঁকে।

ছবি হয়ে কিছু থেকে যায়
হৃদয়ের নিভৃত মহলে,
মাঝে মাঝে খাতার পাতায়
কবিতা স্বরূপে মাথা তোলে।

আমি যাবতীয় স্মৃতি নিয়ে
সারারাত খেলা করি একা;
তারপর রাখি চাবি দিয়ে
পূর্ব্বাশায় সূর্য দিলে দেখা।

BANGLADARSHAN.COM

তপতি

কাল রাতে, অন্ধকার রাতে হিংস্র সাপগুলো এসে
আমাকে জড়িয়ে ফেলে দংশন কোরেছে হেসে হেসে।
শেষে চলে গেছে তারা পরাজিত সৈনিকের মত,
আমার মাথায় ধায় তারই বিষ, আর বাড়ে ক্ষত।

যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে অবসন্ন রাত অবসান
অন্তরের তন্ত্রীগুলো গেয়ে উঠছে আলোর যে-গান,
সেই গান শুনে শুনে ধাপে ধাপে অন্ধকার পার হয়ে এসে
আলোর সোপানে উঠে এ-হৃদয় যেতে চায় ভেসে।

সারারাত ধরে তুমি অন্ধকারে কেন পরে থাকো? এসো চলে।
মৃত্যুকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে, সূর্যই তো টেনে নেবে কোলে॥

BANGLADARSHAN.COM

গান্ধারীর আত্মকথা

কী ভীষণ যন্ত্রণায় কেটে যায় অপ্রেমের রাত,
নিঃসঙ্গতা চেপে ধরে অন্ধকারে হাত–
বুকের ভেতরে হাহাকার,
বাঁধ ভাঙে তীব্র প্রতীক্ষার।

কিছু দৃশ্য নড়ে চড়ে জড়ানো সুখের আচ্ছাদনে,
গাঁথা মালা ছেঁড়া ফুল সাজানো বাসর মনে-বনে,
নির্মম নিষ্ঠুর যুদ্ধ ভেঙেছে সেদিন মধ্যরাতে,
অন্ধভালোবাসা তবু টেনে রাখে সাথে।

বলেছিলো নিয়ে যাবে আলোর সকাশে
অথচ কেন যে আজ এই বনবাসে?
অনেক ক্লান্তির পথ পার হয়ে এখানে একাকী
দিনরাত অন্ধকারে অন্ধ নিয়ে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

সারাটা জীবন ধরে অদম্য আশায়
যে বাগান সাজিয়েছি, মিশেছে ধূলায়–
প্রচণ্ড ঝড়ের কোপে ভেঙে চুর সব একাকার,
তবু কেন অন্ধকারে ফিরে পেতে চাই স্বাধিকার?

নাতিশীতোষ্ণ

নাতি শুয়েছিল রাতে, এই নাতিশীতোষ্ণ শয্যায়;
শুয়ে আছি তুমি আমি।
যৌবন পেরিয়ে যায় যায়
ভুলে যাই, কে আমার স্বামী!
এ ফুল শয্যায় অতি উদাসীনতায়
বিগত দিনের কথা তুলে রাখা পুরোনো শিকায়;
হিসি সিক্ত ভৌগোলিক দাগে,
নাতির যথেচ্ছ অনুরাগে
তুমি আমি আট্‌কে আছি এই নাতিশীতোষ্ণ শয্যায়
দ্বিতীয় বাসর ঘরে, জীবনের নিষ্কাম পর্যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

প্লাটফর্ম-এ

চল্লিশ বছর ধরে আমরা দুজনে
একই পথে চলে, আজ এসেছি এখানে–
এই প্লাটফর্মের ওপর
দুজনে দাঁড়িয়ে একা একা।

দৈত্যের মতন ট্রেন ছুটে এলো চলে।
আমাকে বিদায় তুমি দেবে হাত তুলে;
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আমি দেখবো–একা একা
তুমি চেয়ে আছো নিষ্পলক।

আমাকে দৈত্যটা নিয়ে যাবে কোন্‌খানে?
চল্লিশ বছর আগে মনের মতন
ঘর বেঁধে ছিলে–সেই ঘরে?
সেই ফুলশয্যার ওপরে?

দীর্ঘপথ হেঁটে এসে এক সাথে, আজ
আমরা দুজনে দুই দিকে।
আমাদের চাওয়া-পাওয়া কতো টুকু, বেশী কিংবা কম
সে হিসেব কে মেলায়? ট্রেন এলো, ছেড়ে দেবে, উঠি?

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতির সরণী

এখন একাকী কাটে চৈত্রের দুপুর
বিরহীনি মন চলে বাজিয়ে নূপুর
ঝরা পাতা, মরা গাছ, নতুন মুকুল
অনাগত ইশারায় প্লাবিত দুকূল।

হাজার মনের দ্বার খুলে যায়, ভেসে যায় মন
স্মৃতির সমুদ্রে ঢেউ–প্রিয় পরিজন
কেউ কাছে, কেউ দূরে, কেউ কথা কয়
কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, মন করে জয়,
স্মৃতির সরণী বেয়ে যারা আসে তারা চলে যায়–
যারা থাকে তারা শুধু কাঁদে যন্ত্রণায়॥

BANGLADARSHAN.COM

চিহ্ন

–দ্যাখো, দ্যাখো–আছে সেই ভিক্টোরিয়া, চার্নক-কবর,
লাটভবন, মনুমেণ্ট, ইডেনগার্ডেনস্, যাদুঘর,
লালদিঘী, জিপিও–সব আছে; শুধু নেই
আমাদের বহুবর্ণ সেই
চল্লিশটা বছর কোনোখানে।
আছে কি তা শুধু মাত্র আমাদের দেহে-মনে-প্রাণে
মিলে-মিশে? আমরা আজ বুড়োবুড়ি, আবর্জনাস্তূপ–
অথচ বদলায়নি দ্যাখো, কলকাতার মনমোহিনী রূপ!

ক্ষণস্থায়ী আমাদের জীবন সম্বল!
মহাকালে কার চিহ্ন কতোটুকু থাকে অবিকল?
পিরামিড, মমি, ধ্বংসস্তূপ! এই সব
ভিক্টোরিয়া, মনুমেণ্ট প্রভৃতির যা কিছু বৈভব
মহাকালে এক দিন ঝ্যাঁটানো জঞ্জাল।
কিছুই থাকবে না চিরকাল;
কেবল রোদন ভরা এ-বসন্তদীর্ণ হাহাকার,
থেকে যাবে, তোমার আমার॥

BANGLADARSHAN.COM

যুদ্ধবাজের উদ্দেশ্যে

হিংসায় উন্মত্ত, ধূর্ত, সম্মুখ সমরে এস নেমে;
হাতিয়ার হাতে তবু পেছনে রয়েছ কেন থেমে?
গোপনে বারুদ, গোলা যতো কিছু করেছ সঞ্চয়,
লেখনীর অগ্নিস্রাবে সব হয়ে যাবে নয়-ছয়!

শান্তির, মৈত্রীর বাণী নিঃস্বারিত লেখনীর মুখে,
নিঃস্বার্থ প্রেমের মন্ত্র অহরহ শোনায় বন্ধুকে;
তুমি তো চাওনি আজো বন্ধু হতে! শুধু আনাগোনা
অন্ধকারে! যুদ্ধ চাও? এস নেমে; না, থেমে থেকো না।

অস্ত্র হাতে; তবু ভয়? শান্তিপ্রিয় জনতা, সঞ্জয়
লেখনী-প্রসূত তাই সম্মুখ সমরে এতো ভয়!

BANGLADARSHAN.COM

সব কটা শব

শবের মাঝখানে ওরা জ্যান্ত মেয়েটাকে
টেনে এনে শুইয়ে রেখেছে।
সেখানে সে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে দ্যাখে
একটা জীবন্ত কোনো মানুষের দ্যাখা পায় যদি–
তা হোলে চম্পট দেবে তার হাত ধরে।

কিন্তু চোখ খুলে চাইলেই
আঙুল ঢোকাবে চোখে দ্বারী,
মুখ খুললে মুখে পোড়া কাঠ,
মাথা তুললে জোর করে শোয়াবে আবার,
হাত তুললে নির্মম চাবুক
এবং পা তুললে পায়ে লোহার শেকল।

তবু বারবার ওই শবের ভিতরে
সুযোগ সন্ধানী এ-মেয়েটা
সব শব একত্র জাগিয়ে তুলতে চায়
একত্রে পালাতে চায় দ্বারীটাকে কোরে রেখে শব।

BANGLADARSHAN.COM

সীমানা

পাড়ার ডাক্তারবাবু বাড়ির পাঁচিল দিতে বড়ই উৎসুক।
তিনি চান না যে তাঁর একইঞ্চি জমিও কেউ দখল করুক
এবং চান না তিনি অন্যের একইঞ্চি জমি নিতে।
আমাকেও তাই তিনি বলেন পাঁচিল তুলে দিতে।
কথাটা শুনেই আমি হেসে উঠি! জগৎ সংসারে
আসেনি সীমানা নিয়ে কেউ, কেউ নিয়ে যেতে পারে
একইঞ্চি জমিও? থাকি যেখানে যখন
সেটাই আমার ঠাঁই, আত্মীয়-স্বজন;
সুতরাং চারপাশে পাঁচিল উঁচিয়ে দিয়ে নিজেকে সীমিত
করা কেন? আর আমি কোথায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি–মনোনীত
জমিটা, বাড়িটা আর মানুষটা আমার জন্য; আর-কোনোটা না–
এই বলে টেনে দেবো জীবনের সম্পূর্ণ সীমানা?

BANGLADARSHAN.COM

অক্টোপাশ

তোমাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছি অনেকবার আমি–
দেখিয়েছি সমুদ্রের নীল।
অতল জলের আহ্বান
শিখিনি বলেই, আমি শেখাতে পারিনি।

পলাশের বনে গিয়ে রক্তে রাঙা স্বপ্নে আমি বিভোর হয়েছি।
কিন্তু বারংবার তুমি অন্য কোনো সমুদ্র আহ্বানে
সাড়া দিয়ে গিয়েছো তলিয়ে।

সমুদ্রগভীরে যারা নিয়ে যেতে পারে,
তাদের চোখেই শুধু সমুদ্র উদ্বেল!
শিশুর দৃষ্টির মতো বিশ্বস্ততা নিয়ে ভালোবেসে
যে তোমাকে খুঁজে ফেরে, তাকেই চেনো না।

অবোধ শিশুর আর পাগলের ভালোবাসা সমান মাপের–
ভেবে নিয়ে অন্যের চোখের
সমুদ্রে যে ডোবে, সে-ই অক্টোপাশে বাঁধা পড়ে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘর

ভাঙা ঘর জুড়ে দেবে বলে
কে চলেছে রোদে, ঝড়ে, জলে?
একা একা পথ চলা বড়ই দুঃসহ;
তবু চলে কোন্ টানে? যার স্নেহ পেতো অহরহ
তারই টানে? দুঃসহ যন্ত্রণা
যন্ত্রের মতন টানে, কথা বলে, মন আনমনা।

যে এনেছে পৃথিবীতে দিতে ভালোবাসা,
তাকে ছেড়ে ঘর বাঁধা, বড়ই দুরাশা;
তবু মরীচিকা-মন ঘর খোঁজে, ঘর বেঁধে দিতে,
মন চায় শুধু তার ভালোবাসা নিতে।

স্বঘরে থাকবে বলে এই রোদে চলা–
কোথায় সে ঘর? আজো যাবে কি তা বলা?

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চান্নতম জন্মদিনে

কারুর কলম থেকে বারুদ,
কারুর কলম থেকে আগুন–
কিন্তু শুধু রক্তই ঝরেছে
আমার কলম থেকে।

দীর্ঘ পরিক্রমায় এক বিন্দুও রক্ত
আর অবশিষ্ট নেই–
কী দিয়ে লিখবো?
কালির সংগে তো আমার পরিচয় নেই!

জলের লেখা মুহূর্তে শুকিয়ে যায়
চোখের জলের লেখা অন্যের চোখে
চিরকালই অস্পষ্ট।
আজ আমার কলম আছে কালি নেই।

আমার পঞ্চান্নতম জন্মদিনে
কালি শূন্য কলমটা তোমরা নিয়ে নাও॥

BANGLADARSHAN.COM

স্থায়ী ঠিকানা

প্রত্যেকেরই একটা স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে–
আমারও ঠিকানা আছে স্থায়ী।
কিছুদিন পরে পরে মানুষের স্থায়ী ঠিকানাও
সহসা অস্থায়ী হয়ে যায়–কে না জানে?

বারবার কেন স্থায়ী ঠিকানা অস্থায়ী হয়ে যায়?
তথাপি সবারই থাকে সঠিক ঠিকানা
আপন ঘরের সাথে–সঠিক ঠিকানা চিরস্থায়ী–
যা সবাই চেপে রাখে প্রাণান্ত চেষ্টায়!

অথচ সে-স্থায়ী ঠিকানায়
সবাইকে চলে যেতে হয় একদিন;
আমিও নিজস্ব ঘরে স্থায়ী ঠিকানায়
চলে যাবো এ অস্থায়ী ঠিকানাটি ফেলে॥

BANGLADARSHAN.COM

অভীপ্সিত দেশে

নদীর স্রোতে ভাসছে তরী, খুঁজি–কোথায় তীর?
ঝড়-বাদলে লুপ্ত সুখের নীড়।
এ-কূল ও-কূল নদীর দু’কূল এখন আমার সাথী–
কোথার তরী ঠেকবে রাতারাতি?

সংগী সাথী ছিলো যারা আপন আপন জন–
ঝড়-তুফানে ছিন্নভিন্ন! কই তারা এখন?
দারুণ স্রোতে যখন ভাঙে ঘর–
চেনে মানুষ, কে আপন, কে পর।

ভাঙা ঘরের মধ্যে কে ওই খুঁজছে আমাকেই।
ওই মাটিতে হায় রে, এখন আমি তো আর নেই।
আবার যদি আমার তরী ফেরে আপন তীরে–
আবার তাকে কাছে পাবো ভালোবাসার নীড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ও সে, দুই তরীতে ভিন্ন স্রোতে ভেসে
একদিন কি পৌছবো না অভীপ্সিত দেশে?

মঞ্চ

মঞ্চে আছিস্, থাক্ যথেচ্ছাচারী!
নামবি যেদিন, শেয়াল কুকুর মিলে
কামড়ে খাবে মাংস ভূড়ি নাড়ী–
নামতেই হয়, ধাক্কাটা কেউ দিলে।

সাধারণের মুণ্ডু কাটিস হাতে।
কাউকে ডোবাস্ কাউকে ভাসাস্, রাজা।
কমজোরীদের কপাল ফাটাস্ রাতে;
ইচ্ছে মত যা খুশি দিস সাজা।

মাথার খুলি লোহার কারুর নয়।
ফাটতে পারে, মনে রাখিস, ফাটে;
মঞ্চ কি দেয় তখন বরাভয়?
মঞ্চে তখন শেয়াল রক্ত চাটে॥

BANGLADARSHAN.COM

সীমাহীন ভালোবাসা

ছুটে যাওয়া নক্ষত্রের মতো
আমি এই অনন্ত আকাশ
নিরবধি কাল ধরে পরিক্রমা করে যেতে চাই।
আমি চাই–সীমাহীন পথে
নিরবধি কাল ধরে সত্যের সন্ধান।
মহাকাল, মহাকাশ আর ভালোবাসা
সীমাহীন–ভাব্‌তে ভালো লাগে।

সীমিত দেহের কেন্দ্রে ভালোবাসা–আমার কখনো
ভালোই লাগে না।
সীমিত সময়ে কারো দেহ-কেন্দ্রে আট্‌কে গেলে পরে
দুঃখের খাঁচায় বাঁধা পড়ে থাক্‌তে হয়।
সীমিত আকাশ, ভালোবাসা, মহাকাল
কারো কাছে বন্দী হয়ে যায়। আমি চাই–
অসীম আকাশ আর নিরবধি কাল, ভালোবাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

সহকারী

প্রতিটি ধারালো তরবারি
সম্মুখ সমরে সহকারী
প্রকৃত যোদ্ধার করতলে
সে-বিদ্যুৎ বিস্ময়; না-হলে
সর্বাংশে দুঃসহ জং ধরে
পড়ে থাকে অন্ধকার ঘরে!

যুদ্ধক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ তরবারি
যোদ্ধার বিশ্বস্ত সহকারী!
দিগ্বিজয়, হত্যা, নৃশংসতা
প্রতিশোধ অথবা শঠতা–
সবই পারে তীক্ষ্ণ তরবারি,
সবই পারে, নারী, সহকারী॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বঘরে ফেরা

সবাই তো ঘরে ফেরে আমারও তো ফিরতে ইচ্ছে করে
দিন শেষে ইচ্ছে করে আমিও স্বঘরে ফিরে যাই;
বলি–তোরা কেমন আছিস্?

আজ আমি অন্ধকারে একা বসে ভাবি–
কোথায় গিয়েছে চলে সেই সব দিন?
সামনে কুয়াশা ঢাকা কিছু গাছপালা,
যে-যার সংসারে ব্যস্ত তোরা সব, সারাদিন কাজ;
শোয়ার সময় হয়তো মনে পড়ে আমাকে একবার।

এমনি করেই দিন চলে যাবে, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত
একদিন আসবে ডাক, স্বঘরে ফেরার;
তখন বসন্ত শেষে রুক্ষ্ম ধরিত্রীর হাহাকার
একত্রে এগিয়ে এসে আমাকে আমার ঘরে তোরা নিয়ে যাবি।

BANGLADARSHAN.COM

রাজা-রাণীর ছাওয়া

গাছতলার ওই গাছ এবং পাঁচতলার ওই ছাঁচ,
পাঁচ জানালায় ঠাসা ছিল সবুজ রঙিন কাঁচ
রঙিন কাঁচের মধ্যে কেবল রাজা-রাণীর ছাওয়া
গাছতলার ওই ঝরাপাতা উড়িয়ে নিল হাওয়া।

গাছতলার ওই উদোম গায়ে অনাহারীর দল–
নোংরা-ঘাটা খাবার যাদের একান্ত সম্বল;
গভীর রাতে রঙিন মাছের চারে
রাজা-রাণীর নৃত্য দ্যাখে নিত্য অন্ধকারে।

গাছতলার ওই মানুষগুলো ভাবছে কেবল বসে–
পাঁচতলার ওই রঙের বাহার পড়বে কবে খসে।
ওপরের ওই রাজা-রাণী নীচে আসবে নেমে
রঙিন কাঁচের রঙিন মাছের নৃত্য যাবে থেমে॥

BANGLADARSHAN.COM

অন্তর্লোকে

আমার অন্তর্লোকে সর্বদাই আছো–
আমাকে বাঁচিয়ে তুমি বাঁচো।
দুঃখে দগ্ধ করো অবিরত,
পরিশুদ্ধ করো এই হৃদয়ের ক্ষত।

আমাকে আচ্ছন্ন রাখে তোমার স্বকীয় উপস্থিতি
আকাশ, বাতাস, নদী সর্বত্রই তোমার বিস্তৃতি।
অন্ধকার পথ, তবু আলোর সান্নিধ্য খুঁজে মরি,
শতঝুরি বটবৃক্ষ তোমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরি।

উন্নত পর্বত আর অজস্র ঢেউয়ের সমাহার;
মাথা উঁচু করে বাঁচা। কিন্তু চতুর্দিকে অন্ধকার।
কোথায় তলিয়ে যায় মানুষের দম্ভ অহংকার–
হৃদয়ের অন্তস্তলে বসে করো নীরবে সংস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর সান্নিধ্যে নিয়ে চলো জ্যোতির্ময়–
তোমার স্পর্শেই আজ কেটে যাবে ভয়।

দ্বারী আর পুরোহিত

রাজদ্বারে দ্বারী দেখে নারীভাবে–ইনিই তো রাজা।
এবং রাজার কাছে বিচারের প্রার্থনা জানায়।
আসল রাজার কানে আবেদন যায় কি-না যায়
কে জানে? যে জন্যে খুনী পুরস্কৃত, আর নির্দোষীরা পায় সাজা!

দেবালয়ে পুরোহিত দেখে নারী ভাবে–এই ইনিই দেবতা।
এবং সর্বস্ব এনে পূজো দিয়ে অন্তরের জানায় মিনতি;
প্রতারক পুরোহিত তখনই অ-হিত মন্ত্রে করে তার ক্ষতি–
ছলে বলে কেড়ে নেয় গোপনীয় শেষ স্বাধীনতা।

রাজা ও দেবতা থাকে চিরকাল ভেতরে ভেতরে!
দ্বারী আর পুরোহিত তন্ত্রেমন্ত্রে নারীমেধ যজ্ঞে সিদ্ধ হয়;
নিষ্পাপ শিশুরা বলে সভয়ে–রাজার জয়, দেবতার জয়।
রাজা বা দেবতা কেউ শোনে না তা–অসহায়া নারী কেঁদে মরে॥

BANGLADARSHAN.COM

অজ্ঞানতা

আমি এই পৃথিবীর সবকিছু জানি–
কোথায় কী রয়েছে লুকানো
বলে দিতে পারি।
বলে দিতে পারি, নীল সাগরের অতলে কতো না
মনি মুক্তা আছে;
অক্টোপাশের ভয়াবহতাও জানি,
জানি মাছেদের গতিবিধি,
পৃথিবীর পথ ঘুরে যাবতীয় শিল্প-সমাবেশ
দেখেছি, দেখেছি আমি–ম্যাডোনা, ভেনাস, মোনালিসা,
আইফেল টাওয়ার–নখ দর্পণে আমার।

ইদানিং এক সত্য জেনেছি আবার–
শিশুরা যতোটা জানে তাও আমি জানিনি এখনো!
জন্মান্ধ মনের
অহংকারের উঁচু পাহাড় রেখেছে সব ঢেকে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে বুকে রেখে

যেখান থেকে ধরেছি যাকে সেখান থেকেই তো
সংগে আছে সে;
যেখান থেকে ছেড়েছি যাকে সেখান থেকেই তো
হারিয়ে গেছে সে।

ভালোবাসা, তোমাকে আমি ধরিনি কখ্‌খনো–
বুকের মধ্যে দিব্যি তুমি আছো;
ভালোবাসা, তোমাকে আমি ছাড়িনি কখ্‌খনো–
বুকের মধ্যে দিব্যি তুমি নাচো।

ধরা এবং ছাড়ার বাইরে একাই শুধু তুমি,
আগেও ছিলে এখনো আছো, পরেও যাবে থেকে;
ধরেছি কাকে, ছেড়েছি কাকে, সে কোন্দলে তুমি
নামোনি বলে, কী যে আরাম তোমাকে বুকে রেখে।

BANGLADARSHAN.COM

দত্ত-দয়ধ্বম-দাম্যত

দান করো পৃথিবীকে, হও আত্মহারা
সর্বঘটে সমন্বয়ে নিজেকে বিলিয়ে।
মানুষের মনে দাও সহজে মিশিয়ে
স্নেহ, প্রেম উৎসারিত বিগলিত ধারা!

দয়া করো পৃথিবীকে, মানুষেরা সব
করুণা-স্রোতের স্নানে পরিতুষ্ট হোক;
উদার বৈভবে ব্যক্ত করো বিশ্বলোক–
শান্ত হবে সংসারের সব কলরব!

শুধু দান আর দয়া এ-দিয়েই নয়–
জাগতিক সব দেনা মেটানো দুস্কর!
এরও নীচে আছে এক অন্ধকার স্তর
যেখানে চলার পথে বহু বিঘ্ন, ভয়!

নিজেকে দমন করে তার সিংহদ্বার
খুলে ফেলো, কেটে যাবে সব অন্ধকার॥

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচা-মরা

সবার আগে যে বাঁচতে চায়, সে তো স্বার্থপর। আর
সবার আগে যে মরতে চায় সে তো ভীরু। বারবার
বাঁচার চেষ্টায় তুই, মরতে গিয়েছিস আগে আগে
অথচ পালিয়ে এসে বেঁচেছিস্ জীবনের প্রেমে অনুরাগে।
এবারে আমার কথা রাখ্–
সকলের সংগে বেঁচে থাক্;
সকলের সংগে মরতে হয়–
একা বাঁচা-মরা ঠিক নয়।
বাঁচতে হবে বহুদিন, মাত্র একদিন মরতে হবে
অথচ প্রত্যহ তুই মরতে চাস্ বাঁচতে চাস্ কবে?
তবুও মৃত্যুকে তোর বাইরে ঠেলে রেখে বারবার
বাঁচিয়ে রেখেছে তোকে স্নেহময় সমাজ সংসার।

BANGLADARSHAN.COM

কালজয়ী

তোমার বাবা মস্ত বড় উকিল ছিলেন? নেই?
দাদু ছিলেন বিরাট জমিদার–
নেই তিনিও? তুমি?
আজ আছো তো, থাকবে না যে কাল।
জায়গা জমি টাকা
তিন পুরুষের কাউকে ধরে রাখে না একদিনও।

আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন সামান্য শিক্ষক।
বাবা ছিলেন সংগ্রামী, আর আমি?
নগণ্য এক কবি।

ঠাকুরদাদা বেঁচে আছেন গুণী-জ্ঞানীর প্রাণে–
ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে বাবা
লক্ষ লোকের চিত্তে আছেন বেঁচে–
আমার কথা ছেড়েই দাও–ওই
একটা দু'টো পদ্যও কি হবে না কালজয়ী?

BANGLADARSHAN.COM

রাধার সত্তায়

মোহিনী গোপিনীকুলে যথেচ্ছ বিহার
অথচ অতৃপ্তি বাড়ে রাখালের মনে;
সব চেয়ে বেশী গাঢ় প্রেম রাধিকার–
সে-বিষ ছড়িয়ে পড়ে রাজ-সিংহাসনে।

প্রতিদিন বুকে নিয়ে বিভিন্ন সংঘাত
কাছে আসে অষ্টসখী, অক্টোপাশ তারা,
নারীকুল-প্রতিনিধি। পুরুষের জাত
স্বৈরাচারী কামনার বৃক্ষে দেয় নাড়া।

একা রাধা কেঁদে ওঠে সে-আত্মহত্যায়;
সখীরা রাধাকে বলে–নির্লজ্জ! শ্যামের
অনুতপ্ত মন বলে–রাধার সত্তায়
স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকা ভালো ছিলো ঢের॥

BANGLADARSHAN.COM

অসংখ্য আয়ান

সংসারের অতি সাধারণ কুলবধূ–
প্রচলিত দিন-রাত গতানুগতিক
তবু উচ্চ আকাংক্ষার দীপ জ্বালে ঠিক,
রূপ-রস নিঙরানো, নিঃশেষিত মধু!

বিংশ-শতাব্দীর এই সুসভ্য সমাজে
অসূর্যম্পশ্যাদেরও পূর্ণ স্বাধীনতা
অথচ ঘোচেনি আজো মনের দীনতা
পুরুষের–রমণীরা ব্যস্ত কোন্ কাজে!

নারীর প্রতিভা যদি কখনো বিকাশ
হওয়ার সুযোগ খোঁজে–তার মুখ চাপে
জটিলা-কুটিলা নারী, চিরন্তন মাপে
ঘরের কোণায় তাকে বাঁধার প্রয়াস!

BANGLADARSHAN.COM

সংসারে সগর্বে ঘোরে অসংখ্য আয়ান–
কী দুর্ভাগ্য! শ্রীকৃষ্ণের চির অন্তর্ধান!!

সত্য ভালোবাসা

আর ভালোবাসা নয়, এখন আমাকে তুমি ঘৃণা করো জানি–
ক্ষতি নেই। একা থাকতে চাই এ-নিঃসঙ্গ দ্বীপে, আর
নিজের কান্নার শব্দে নিজেই বিভোর থাকতে চাই।
দূরে সরে থাকো তুমি, বিব্রত বিক্ষত হতে এ-দ্বীপে এসো না।

একা থাকতে চাই আমি আজ।
যন্ত্রণা-আগুনে পুড়ে ধুঁকে ধুঁকে শেষে চলে যাবো
যেখানে যন্ত্রণা নেই, নেই
কান্না, নেই পৃথিবীর কোনো কোলাহল।

সেখানে হারিয়ে যাবো আবার তোমার খোঁজে, আর
তোমাকে একান্তভাবে পাবো।
পুরনো নামেই পুনঃ ডাকবো, প্রিয়তম।
আজকের ঘৃণাকে ঢেকে নেমে আসবে সত্য ভালোবাসা॥

BANGLADARSHAN.COM

লিলিপুটের দেশে

মঞ্চের ওপরে উঠলে মানুষগুলোকে
ছোট ছোট দেখায়, আরো উপরে উঠলে, আরো
ভীষণ ছোট মনে হয়। মনে হয়–কতগুলি
পিঁপড়ে হেঁটে যায়।

মনুমেন্টের মাথায় উঠলে মনে হবে, ওরা সব
লিলিপুট। ওদের চাহিদা ক্ষুদ্রতম।
বাসস্থান পিঁপড়ের গর্তের মতো,
খাদ্য দু একটি শস্যকণা। আর বস্ত্র?
যুগের হাওয়ার মতন স্বল্পাবাস।
এই লিলিপুটের দেশে বন্দী মহারাজ।

আমি মহারাজকে জানি না। মানি না কাউকেই।
আমার শক্তির কাছে ওরা অর্বাচীন,
ওদের রাজাকে যদি করি কুপোকাত
তবেই ওরা হতে পারে স্বাধীন।

BANGLADARSHAN.COM

কবির সম্মান

সমাজে কবিরা নাকি স্বাধীন মানুষ,
কাগজে-কলমে সব সমানাধিকার।
অথচ পেটের ভাত হয় না জোগার–
কাজ মেলে, যদি দিতে পারা যায় ঘুষ!

এ-দেশের প্রতিভারা অনাহারে মরে–
কোনো মূল্য দিয়েছে কি কেউ কোনো দিন?
জীবন বিকিয়ে শোধ হয় জন্মঋণ;
দুঃখে কাল কেটে যায় প্রাণান্ত সমরে!

দিনান্তে দুমুঠো অন্ন আর বাসস্থান–
এই চিন্তা রাত দিন আয়ু করে ক্ষয়।
বর্তমান কেঁদে মরে; শেষের সঞ্চয়
অলীক, দুঃস্বপ্নে মজে কবির সম্মান॥

BANGLADARSHAN.COM

সময় সময়

সময় সময়
নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়
মনে হয় চতুর্দ্দিকে শুধু মরীচিকা
জেগে নেই দিক্ দর্শনের নীহারিকা।

আবার কখনো মনে হয়
নিজেকে হারিয়ে ফেল্ছি জনারণ্যে, তাই বড় ভয়,
তাই পা-পা করে
নীরবে এসেছি ফিরে এই রুদ্ধঘরে।

এখন কেবলই মনে হয়
এ ঘরের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়;
সুতরাং সূর্য উঠতে দেরী নেই আর–
পথ খুঁজে পাবোই আবার।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন ভেঙে গেছে

স্বপ্ন ভেঙে গেলে, জেগে ওঠে
চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার!
সুন্দর সাজানো মুখগুলো
ভাঙা-চোড়া বিকৃত তখন,
ছত্রাখান বিধ্বস্ত বিক্ষিপ্ত দেহগুলি;
অনেকেরই চোখ নেই, হাত-পা-মুখ নেই–
কোথায় ছিটকে পড়ে আছে–
খুঁজে পাওয়া ভার।

একগুচ্ছ স্বপ্ন গিয়ে মিশেছিলো মিটিঙে মিছিলে!
বারোয়ারী চাঁদাতোলা লোকগুলো একসঙ্গে স্বপ্নে মগ্ন ছিলো;
যখন ভেঙেছে স্বপ্ন, চেয়ে দেখো, চেনা কেউ নেই–
চারিধার অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন,
স্বপ্ন ভেঙে গেছে॥

BANGLADARSHAN.COM

ছিঁড়ে নেয় মন

ট্রেনে উঠে পাশাপাশি মা ও তার ছেলে
অতীত চর্চায় ব্যস্ত—পরস্পর স্বরে
কতো কথা সমুদ্র-পাহাড়।
যন্ত্রণার ঢেউ সহিষ্ণুতা,
ঝড়ের আঘাত আর নদীর স্থিরতা—
মনের স্বপ্নের সমাহার।
সাজানো বাগান। জুই, বেলি,
রজনী গন্ধার সমন্বয়ে।

একটি অবোধ নারী দীর্ঘকাল ধরে সাজিয়েছে তার ঘর;
একটি বিরাট টাইফুন
ভেঙে দিল, সব ফুল দলিত মথিত—
মাটির ওপরে মাথা কোটে,
নেমে যায় মা ছেলেকে ফেলে;
বিকট আওয়াজে ট্রেন ছেড়ে যায়। ছিঁড়ে নেয় মন॥

BANGLADARSHAN.COM

ঝুপড়ি

যাদের গায়ের ঘাম ঝরে পড়ে দেয়ালের গায়
তারাই তো প্রাসাদের স্রষ্টা ভগবান
চিরকাল রোদে জলে ঝুপড়ির মায়ায়
নিরাসক্ত নগ্ন মেহমান।

যন্ত্রণায় রাত কাটে, অর্দ্ধাহারী মানুষের দল
সহর-সভ্যতা গড়ে একদিকে, অন্যদিকে লোটা ও কম্বল।
সারাদিন ঘাম ঝরে যায়, বিনিময়ে
রাজপ্রাসাদের চূড়া মেতে ওঠে মহাশূন্য জয়ে।

মানুষের নগ্নলোভ স্পষ্ট হয় চূড়ায় দাঁড়ালে!
স্রষ্টা থাকে চোখের আড়ালে;
উৎসবের বাঁশি বাজে সারারাত ধরে
ঝুপড়িগুলো কাঁদে নীচে পড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

গুপ্তঘরের তালা

অনুশাসন পর্ব গেছে ভেসে
তাই তো ওদের ঘুম নেই আর চোখে?
একটি যাদুমন্ত্রে সকল মুমূর্ষুরা হেসে
প্রাণের কথা বলতে পারে স্পষ্ট দিবালোকে।

যাদের ঘরে ছিলো অনেক রক্ত, সোনা-দানা,
এখন তাদের নিঃস্ব হওয়ার পালা;
সোনার ছোঁয়া যাদের ছিলো মানা,
আজকে তারা ভাঙবে ওদের গুপ্ত ঘরের তালা!

তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখতে তেলের খরচ কতো–
সবাই জানে আজ;
চিরটা কাল যতো
তেলা মাথায় গজায় অসৎ কাজ!

নেই-আলাদের এবার থাকার পালা–
ভাঙছে ওরা দুঃশাসনের গুপ্তঘরের তালা॥

BANGLADARSHAN.COM

অপরাধী

ভারতবর্ষে জন্মালে—এক নম্বর অপরাধী,
দুই নম্বর—খেতে চাওয়া এবং তিনে—লজ্জা!
এসব কথা বলতে গিয়ে হয়েছি বিবাদী—
নির্বিচারে কারাগারে কণ্টকিত-শয্যা!

সত্যি কথা যায়নি বলা স্বাধীন ভারত রাজ্যে;
অনেক রক্ত এই তো দিলাম কথা বলার জন্য।
বাদবাকীটা ঢালবো এবার বেঁচে থাকার কার্যে;
মুহূর্তেই হয় তো হবো হিংস্র তথা বন্য।

ভারতবর্ষের পঁচাশীভাগ আমরা অপরাধী!
পনেরো ভাগ রাণী এবং রাজার দলভুক্ত
রাণী রাজা বদলালেও আমরা গোলাম-বাঁদী—
সত্যিকারের বাঁচার স্বার্থে একটা দলে যুক্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥